Development Journalism and Communication in Bangladesh: Achievements, Prospects, and Challenges

-Juabyer Ibn Kamal

DO NOT COPY

ভূমিকাঃ-

অপরাধ সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে ক্রীড়া সাংবাদিকতা সহ আরও অনেক কিছুর মত উন্নয়ন সাংবাদিকতা শব্দটি সাধারণ মানুষের কাছে খুব একটা পরিচিত নয়। তাছাড়া অন্যান্য বিটে প্রতিবেদক ও সাংবাদিকের তুলনায় উন্নয়ন সাংবাদিকতায় সাংবাদিকদের উপস্থিতি তুলনামুলক ভাবে কম লক্ষ্য কর যায়। কিন্তু এরূপ কেন?

এসব প্রশ্ন সামনে আসার আগেও প্রশ্ন আসে, উন্নয়ন সাংবাদিকতা আদৌ জরুরী কিনা। যেখানে পাঠক, শ্রোতা ও দর্শকদের কাছে সহিংসতা ও অপরাধমুলক প্রতিবেদন ও সংবাদ বেশি জনপ্রিয় সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই উন্নয়ন সাংবাদিকতার জনপ্রিয়তা খানিকটা পিছিয়ে আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, সাংবাদিকতা বা কোন সংবাদ প্রতিবেদন কখনোই জনপ্রিয়তা বা পাঠকপ্রিয়তার উপর নির্ভর করে তৈরি করা হয় না। কারণ সাংবাদিকতার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই যেসব বিষয়গুলো বিদ্যামান রয়েছে সেখানে জরুরী সংবাদ নির্ধারণ করার প্রক্রিয়ায় জনপ্রিয়তা বা পাঠকপ্রিয় বিষয়টিকে মাথায় রাখা হয় না। তাই সবার কাছে সমান জনপ্রিয় না হলেও জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মত উন্নয়ন সাংবাদিকতা সমান জরুরী।

আমরা এই আলোচনায় সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করবো বাংলাদেশী প্রেক্ষিতে উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা, সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে। বাংলাদেশের উন্নয়ন সাংবাদিকতার পথিকৃত শাইখ সিরাজ তার একটি লেখায় উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধারণা ও ভূমিকা দিয়েছেন বেশ সাবলীল ভাবে। তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশে বা বিশ্বের দরিদ্রতম, অনুন্নত দেশে যখন 'উন্নয়ন' শব্দটি উচ্চারিত হয় তখন প্রথমেই যা ধারণায় আসে তা হলো খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর কৃষি উন্নয়নে এই দেশগুলো কতটুকু এগিয়েছে। হয়তো আরও কিছু সূচকের কথাও উঠে আসবে। উল্টোদিকে পশ্চিমা বিশ্বের দিকে তাকালে হয়তো প্রযুক্তি, আধুনিকতা, কর্মসংস্থান, ভালো বেতন- এসব উন্নয়নের কথাই উঠে আসবে। পশ্চিমা দুনিয়াতে এমন ধারণাটি অস্বাভাবিক নয়।

যদি বাংলাদেশের উদাহরণটি টানি, তাহলে সত্যিকারের উন্নয়ন বলতে বোঝাবে মানুষের উন্নয়ন, তাদের জীবনযাত্রার মানের পরিবর্তনের বিষয়টি। আর এ কাজটি ত্বরান্বিত করতে সমাজের দর্পন, গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। গণমাধ্যম নামক এই স্তম্ভটির কাজের ব্যাপ্তি অনেক। এরই সুত্র ধরে বলতে হয় মানবকল্যাণের পেছনে সাংবাদিকতার গুরুত্ব'ও তেমনি কম নয়। তাই উন্নয়ন সাংবাদিকতার ধরণ-ধারণ, পটপরিবর্তন উন্নত দেশগুলোতে যেমন একদিকে ঝুঁকেছে, ঠিক তার উল্টোদিকের ভিন্ন একটি সড়কে উন্নয়নশীল, অনুন্নত আর দরিদ্রতম দেশগুলোতে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পথ রচনায় এগিয়ে এসেছে এক ভিন্ন চরিত্রের উন্নয়ন সাংবাদিকতা। এশিয়া মহাদেশে ষাটের দশকের শেষ দিকে উন্নয়ন সাংবাদিকতার শুরু। তখনকার নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতে উন্নয়নের লক্ষ্যে যোগাযোগের ধারণাটি যখন রাজনৈতিক এবং বিদ্যাজাগতিক সমর্থন পেয়েছিলো, ঠিক তখন থেকেই। সে সময় উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে মূল্যায়ন করা হয় জাতীয় উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে। বোঝাই যাচ্ছে এই সাংবাদিকতার গুরুত্ব কতখানি।

ধীরে ধীরে, অন্যান্য মহাদেশেও ছড়িয়ে পড়ে এই 'নতুন' সাংবাদিকতার ধারণা, বিশেষ করে আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়। পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে চলার পথে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন নতুন নিয়ম, ধারণা, এবং অনালোকিত অনেক কিছুই হয়েছে আলোকিত। তবে, বলতেই হচ্ছে উন্নয়ন সাংবাদিকতার নতুন নতুন ধারণাগুলো এখনো সন্নিবেশিত হয়নি বিদ্যাজাগতিক পরিমন্ডলে, সাংবাদিকতার অধ্যয়নে।

DO NOT COPY

উন্নয়ন সাংবাদিকতা কী?

মুলত জীবন যাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় বা সমাজের বড় কোন উন্নয়নের খবর প্রচার করার সাংবাদিকতাকেই উন্নয়ন সাংবাদিকতা বলে। প্রচলিত সাংবাদিকতায় যেভাবে সহিংসতা ও অপরাধের খবরগুলোকে বেশ জোরালো ভাবে প্রচার করা হয়, উন্নয়ন সাংবাদিকতায় এই ধারার বিপরীত চিত্র দেখতে পাওয়া যায়।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা কোথা থেকে এলো?

এই বিষয়টি বুঝতে হলে উন্নয়ন বা উন্নত রাষ্ট্রের ধারণার একটি প্রেক্ষাপট আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমাদের সামনে তিনটি বিশ্বের ধারণা পাওয়া যায়। সেগুলো হলো-

- প্রথম বিশ্ব
- দ্বিতীয় বিশ্ব
- তৃতীয় বিশ্ব

প্রথম বিশ্ব- উন্নত রাষ্ট্রকে বোঝানো হয়। যেমন- উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপের ধনী দেশগুলো।
দ্বিতীয় বিশ্ব- সমাজতান্ত্রিক বলয়ে যুক্ত দেশগুলো, যেমন- চীন, রাশিয়া ইত্যাদি।
তৃতীয় বিশ্ব- অনুন্নত দেশগুলো কিংবা উন্নয়নশীল দেশগুলো।

তখন থেকে অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এগিয়ে নিতে ও নিজেদের উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌছতে দুই ধরণের উন্নয়নের ধারণা সামনে আসে। একটি হলো- MDG বা মিলিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল। আর অন্যটি হলো SDG বা সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল। জাতিসংঘের সহ প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো, যারা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও গণ মাধ্যম নিয়ে কাজ করে থাকে, তারা এই লক্ষ্যগুলোকে বাস্তবায়ন করতে ও টেকসই উন্নয়নের দিকে ধাবিত করতে কাজ শুরু করে।

মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উন্নয়নশীল বা উন্নয়নকামী দেশগুলোর ওপর বিশেষ নজর দেয় জাতিসংঘ। ১৯৫৮ সালে সংস্থাটির কার্যকরী অঙ্গপ্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো'কে এই দেশগুলোর ওপর বিশেষ এক জরিপ করতে দেওয়া হয়। ইউনেস্কো এই দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ জরিপের অংশ হিসেবে বিশ্বব্যাপী (ব্যাংকক, সান্তিয়াগো, প্যারিসে) তিনটি বড় ধরনের সম্মেলনের আয়োজন করে। এই তিনটি সম্মেলনের নানা দলিল-দস্তাবেজ, জরিপের ফল, গবেষণা প্রতিবেদন সবকিছু যাচাই-বাছাই করে 'যোগাযোগ' কীভাবে উন্নয়নের হাতিয়ার হতে পারে, সেই বিষয়ে কাজ করার জন্য নির্দেশনা তৈরি হয়। আর সেজন্য ওই সময় জাতিসংঘ শরণাপন্ন হয় বিখ্যাত যোগাযোগ তাত্ত্বিক উইলবার শ্র্যামের। শ্র্যাম ওই সময় স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন রিসার্চের পরিচালক

DO NOT COPY

হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই তাত্ত্বিক পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘসহ নানা উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখান 'যোগাযোগ' উন্নয়নের বিশেষ এক মাধ্যম বা উপকরণ হতে পারে। এর মাধ্যমে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতে বিশেষভাবে কার্যকর উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা সম্ভব। ইউনেস্কো ১৯৬৪ সালে উইলবার শ্র্যামের 'ম্যাস মিডিয়া অ্যান্ড ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট' বইটি প্রকাশ করে। সেই থেকেই বিশ্বজুড়ে পরিচিতি পেতে শুরু করে উন্নয়ন যোগাযোগ ধারণাটি।

উন্নয়নের খবর সরাসরি সংগ্রহ করছেন সাংবাদিক

মিনহাজ উদ্দিনের লেখা বিশ্লেষণ ধর্মী 'উন্নয়ন সাংবাদিকতা উদ্ভব বিকাশ ও সীমাবদ্ধতা' শীর্ষক লেখায় তিনি তুলে আনেন সেই ষাটের দশকের পরবর্তী সময়ে কীভাবে উন্নয়ন সাংবাদিকতা এলো তার কথা। জেনে রাখা ভালো, ওই সময়ই উন্নয়ন সাংবাদিকতা শব্দটি আসেনি। এর জন্য অপেক্ষা করতে হয় আরো কয়েকটি বছর। উন্নয়ন সাংবাদিকতা কথাটি প্রথম উৎপত্তি গত শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষদিকে। এর উৎপত্তি মূলত ফিলিপাইনে। দেশটির সাংবাদিক টার্জি ডিটাচি, ফিলিপাইন প্রেস ইনস্টিটিউটের পরিচালক জুয়ান মার্কেতো ও সাংবাদিক অ্যালেন চালক্লি এ ধারাটির গোড়াপত্তন করেন। এরপর দেশটিতে 'প্রেস ফাউন্ডেশন অব এশিয়া' গঠিত হলে উন্নয়ন সাংবাদিকতা বিষয়টি বিস্তৃত হতে শুরু করে। উন্নত বিশ্ব বা পাশ্চাত্যের সাংবাদিকতার ধারার বাইরে এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনাকে তুলে ধরাই ছিল উন্নয়ন সাংবাদিকতার লক্ষ্য। ফিলিপাইনের ওই তিন সংবাদকর্মী এ ধারণা বিকাশে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করেন। তারা এই বিষয়গুলো গণমাধ্যমে তুলে ধরতে সিদ্ধান্ত নেন। চালু হয় বিশেষায়িত 'ফিচার সার্ভিস' । যার নাম দেওয়া হয় 'ডেপথ্ নিউজ' । যে অংশের সংবাদে প্রাধান্য পায় উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো।

উন্নয়ন সাংবাদিকতার মুল দিক

এই ধরনের সাংবাদিকতা চর্চায় তিনটি ভিন্ন ধারা সামনে চলে আসে। কারণ অন্যান্য বিষয়ে বার্তা প্রদান করার যে প্রচলিত পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিতে উন্নয়নমুলক খবরগুলো প্রচার করা হলে, মুল উদ্দেশ্য ব্যহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনটি ধারার আলাদা বৈশিষ্ট্য দিয়ে এই সাংবাদিকতা চর্চা করা জরুরী। সেগুলো হলো-

1. Background Information
2. Analysis
3. Promotion

বাংলাদেশী উন্নয়ন সাংবাদিকতায় সাফল্য ও সম্ভাবনা

আমাদের দেশের তরুণ সাংবাদিকরা যারা উন্নয়ন সাংবাদিকতায় আসছেন বা আগ্রহী, তাদের উচিত হবে আরও সামগ্রিকভাবে 'উন্নয়ন' শব্দটির এবং এর বলয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করা। বর্তমানের 'উন্নয়ন সাংবাদিক'-কে হতে হবে একজন সচেতন সমাজ-উদ্যোক্তা যার চোখে ধরা পড়তে হবে সমাজের প্রতিটি স্তরের ফাঁকগুলো। অনুসন্ধানী চোখে সে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করবে যাতে নীতিনির্ধারণী মহলে প্রভাব পড়ে এবং সরকার জরুরি পদক্ষেপ নিয়ে সমস্যাগুলোর দ্রুত নিরসন করে। আর সেভাবেই তো সূচিত হয় মানব উন্নয়ন। উন্নয়ন সাংবাদিকতার মাধ্যমে সমষ্টির কল্যাণ নিশ্চিত হতে হবে। সমাজের অগ্রগতি সাধিত হতে হবে। আর এ অবদানগুলোর ফলেই মানব সমাজ সামনে এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশে যার অনেকটাই সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

একটা সময় মানুষ ভাবতো, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে উন্নয়ন সাংবাদিকতা শুধু মাত্র কৃষি ক্ষেত্রের সাফল্যগুলোতেই সম্ভব। এজন্য এখনও বাংলাদেশ টেলিভিশনে অধিক প্রাধান্য দেয়া হয় কৃষি ক্ষেত্রের সাফল্যমন্ডিত খবরগুলো প্রকাশ করতে। তবে সম্প্রতি বড় বড় প্রকল্প ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়নের খবরগুলো সামনে আসায় এই স্টেরিওটাইপ ধারণাকে পরবির্তন করেছে।

কৃষি উন্নয়ন সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি শাইখ সিরাজ নিজেও মনে করেন, উন্নয়ন সাংবাদিকতা মানেই এখন আর কৃষি সাংবাদিকতা নয়। তিনি তার একটি লেখায় লিখেছিলেন, 'যদি কৃষি উন্নয়নের কথাই বলি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে হবে। সনাতন পদ্ধতির কর্মসংস্থানের বিপরীতে তুলে আনতে হবে আত্মকর্মসংস্থান, আত্মোন্নয়নের গল্পগুলো যাতে অন্য আরেকজন অনুপ্রাণিত হয়, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের সুস্পষ্টভাবে বোঝাতে হবে উন্নয়নের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন'ও রয়েছে। নইলে ফসল উৎপাদন করে একটি ব্রিজ বা ভালো রাস্তার অভাবে মার খেতে পারে কৃষকের কষ্টার্জিত উৎপাদন। কৃষি বীমার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে বারবার কারণ জলবায়ুগত পরিবর্তন এখন একটি বৈশ্বিক ইস্যু। বলতে হবে ভালো একটি সড়ক থাকলে একজন মুমুর্ষূ

DO NOT COPY

রোগীকে যেমন দ্রুত চিকিৎসাসেবা দেওয়া যাবে তেমনি নিশ্চিত করা যাবে কৃষকের বাজার। ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থায় পাল্টে যাবে অনেক কিছু- এ বিষয়টি তুলে ধরাও উন্নয়ন সাংবাদিকতার বিরাট অংশ। এটাই আমার কাছে উন্নয়ন সাংবাদিকতার নতুন সংজ্ঞায়ন। আর, তা হাতে-কলমে প্রয়োগ করাই হবে উন্নয়ন সাংবাদিকতার অর্জন। গণমাধ্যম এখানে হবে 'সহায়ক' শক্তি আর নিশ্চিতভাবেই তা হবে ফলপ্রসূ।

নেতিবাচক খবরের অধিক প্রচার মানুষের বিকৃত রুচিকে উস্কে দিতে পারে

পুরো বাংলাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে উন্নয়নের গল্প। জনগণের বড় অংশটি হলো স্বল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর বা বহুলাংশে নিজেদের ন্যায্য প্রাপ্য, সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। এদের ভেতর অবহেলিত নারী, শিশুরা আছে। পুরুষ আছে, আছে নবীন-প্রবীণ। বাংলাদেশের শক্তিশালী অর্থনৈতিক মেরুদন্ডের কারিগর তো এরাই। সব বাধাবিপত্তি উপেক্ষা করে এদের অবদানেই তো আজ বাংলাদেশ বর্তমান অবস্থানে। এই জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করার মানেই হলো গোটা জাতিকে উজ্জীবিত করা এবং দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখা। উন্নয়ন সাংবাদিককে সেক্ষেত্রে একজন কার্যকর 'উজ্জীবক' হিসেবেও কাজ করে যেতে হবে। সমাজ পরিবর্তনের একজন গুরুত্বপূর্ণ রুপকার হিসেবে এগিয়ে আসতে হবে নিজ দায়িত্বে। রাষ্ট্রের মূল রস যেখানে, সেই মাটির কাছেই ফিরে যেতে হবে। সেই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথাই ভাবতে হবে; সেখানেই তো সকল অনুপ্রেরণা আর সাফল্য লুকিয়ে আছে।'

উন্নয়ন সাংবাদিকতায় চ্যালেঞ্জ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে উন্নয়ন সাংবাদিকতার অনেক সরল দিক থাকলেও কিছু কিছু বাস্তবতায় উন্নয়ন সাংবাদিকতাকে আরেকটি নেতিবাচক অর্থে আখ্যায়িত করা হয়। তা হলো 'Government Say-So Journalism'। উন্নয়ন সাংবাদিকতা ধারণাটির উৎপত্তির পরপরই এশিয়া-আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় এ ধারণাটি 'Government Say-So Journalism' নামে পরিচিতি পেতে থাকে। এর মূল কথা হলো 'সরকার যা বলে তারই প্রকাশ'। এতে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকে না। উন্নয়নের নামে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে গণমাধ্যমগুলো শুধু বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম ও ঘটনাপ্রবাহে সরকারি বার্তাই প্রকাশ বা প্রচার করে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক তাত্ত্বিক একে 'Parrot Journalism' বা 'তোতাপাখি' সাংবাদিকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। সমালোচনার এই দিকগুলো যে খুব সহজে উড়িয়ে দেওয়া যায়, তা কিন্তু নয়। উন্নয়ন সাংবাদিকতার নামে অতিরঞ্জিত, তথ্য লুকানো তথা অপসাংবাদিকতা ভারতে বেশি হয় ১৯৭৫-'৭৭ সালের জরুরি অবস্থার সময়। ওই সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। এই দুই বছর উন্নয়ন সাংবাদিকতার নামে ভারতে অপসাংবাদিকতা বেশ সহজলভ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ওই সময় সরকারের 'অপপ্রচার তথ্য' প্রচার বা সম্প্রচারে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল। যার মাধ্যমে এক কেন্দ্র থেকে সরকারের মনমতো তথ্য বা সংবাদ সরবরাহ করা হয়, যা প্রচার বা প্রকাশে বাধ্য থাকত গণমাধ্যম। বলাবাহুল্য, এ ধরনের সংবাদে থাকত শুধুই সরকারের গুণগান আর উন্নয়নের ফিরিস্তি। তবে অনেকেই
সরকারের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। যাঁদের অন্যতম উপমহাদেশের খ্যাতিমান সাংবাদিক কুলদীপ নায়ার। এজন্য বর্ষীয়ান এই সাংবাদিককে ইন্দিরা সরকারের রোষানলে পড়তে হয়। বিনা বিচারে কারাগারে আটকে রেখে ছিলেন তিন মাস। উন্নয়ন সাংবাদিকতা বা উন্নয়নের জয়গান গাওয়ার রাষ্ট্রীয় আয়োজন আমরা দেখেছিলাম তৎকালীন পাকিস্তানেও।

তাই উন্নয়ন সাংবাদিকতা চর্চার ক্ষেত্রে এই নেতিবাচক দিকগুলোকে মাথায় রেখে চর্চা করা জরুরী।

DO NOT COPY

উপসংহারঃ-

সবার শেষে বলতে হয়, এই অর্থবহ এবং ইতিবাচক সাংবাদিকতার ফলে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির অভাব যেমন অনেকটাই পূরণ হয়েছে তেমনি নিশ্চিত হয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা। এতে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, বিজ্ঞানীদের নতুন আবিষ্কারের অবদান কম নয়। আর কৃষি উন্নয়নের বাইরে গিয়ে উন্নয়ন সাংবাদিকতার প্রভাবে অন্যদিকে নিশ্চিত হচ্ছে জনগণের অন্যান্য মৌলিক অধিকারের ইস্যুগুলো, যেমন শিক্ষা, খাদ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদি।

উন্নয়ন সাংবাদিকতা চর্চা, যেটি প্রান্তিক মানুষ পর্যন্ত পৌছে যাওয়া গণ মানুষের জীবন যাত্রায় একটি ইতিবাচক মাইলফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে, সেটির সঠিক প্রয়োগ জরুরী। কারণ আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের বাইরেও দারিদ্রতা ও দুর্দশার মাঝেও ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া এবং সামাজিক, নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়ার কাজ করে থাকে এই উন্নয়ন সাংবাদিকতা।

শুধুমাত্র জনপ্রিয়তা ও অধিক প্রচারের আশায় অনেক বেশি অপরাধ ও সহিষ্ণু ঘটনার বার্তাগুলো প্রচার করে মানুষের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা বিকৃত রুচিকে উস্কে না দেই। সেই দিকে খেয়াল যেমন রাখতে হবে, সাথে সাথে ইতিবাচক সাংবাদিকতা চর্চার লক্ষে উন্নয়ন সাংবাদিকতাকেও সঠিক পদ্ধতিতে ছড়িয়ে দিতে হবে সবার মাঝে।

DO NOT COPY

তথ্যসূত্রঃ-

১. উন্নয়ন সাংবাদিকতা: কী, কেন, কোন পথে? (শাইক সিয়াজ)
২. উন্নয়ন সাংবাদিকতা উদ্ভব বিকাশ ও সীমাবদ্ধতা (মিনহাজ উদ্দীন)
৩. Bangladesh's Media: Development and Challenges (Tithe Farhana)
৪. Development journalism: Bangladesh perspective (Md. Asraful Alam)
৫. ক্লাস লেকচার, নোট, ম্যাটেরিয়াল